চ্যাংরাবান্ধার বোল্ডার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার হুমকি দিল ব্লক প্রশাসন

চ্যাংরাবান্ধা, ১২ জুন ঃ জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করার ঘটনায় চ্যাংরাবান্ধার বোল্ডার ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দিল মেখলিগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধায় অবস্থিত মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও বিরূপাক্ষ মিত্র এবং জয়েন্ট বিডিও দেবব্রত সান্যাল সুস্পষ্টভাবে জানান, বোল্ডার ব্যবসায়ীদের মর্জিমাফিক কাজকর্মে চ্যাংরাবান্ধার মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। বারবার মিটিং ডেকে সতর্ক করে দেওয়ার পরেও এক শ্রেণির বোল্ডার ব্যবসায়ী বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে চলছেন। এমন বরদাস্ত করা হবে না। তাঁরা বলেন, বোল্ডার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করুন। ব্যবসা করে সমৃদ্ধ হোন। এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু জনজীবন বিঘ্নিত করা হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। বোল্ডার ব্যবসায়ীর ব্যবসার জন্য প্রতিবেশীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হবে, এটা হতে পারে না। তাঁরা বলেন, নিকাশিনালা বন্ধ করে বোল্ডার স্তূপ করে রাখা চলবে না। নয়ানজুলিতে বোল্ডার ফেলে রাখা চলবে না। এছাড়া রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত চ্যাংরাবান্ধায় যত্রতত্র ট্রাক থেকে মালপত্র নামানো চলবে না। রাতে রাস্তার পাশে, বিভিন্ন বাড়ির পাশে, জমির ফাঁকা জায়গায় ট্রাক থেকে বোল্ডার ফেলার সময় প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। এতে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। মানুষ রাতে শান্তিতে ঘুমোতেও পারছে না। জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

চ্যাংরাবান্ধায় রাস্তায় পাশে বোল্ডারের স্তূপ। ছবি ঃ সুশান্ত গুহ

বিডিও এবং জয়েন্ট বিডিও বলেন, চ্যাংরাবান্ধা বাজারের মধ্যে জেসিআই অফিসের সামনে পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে থাকা হাট এলাকার মধ্যে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী অন্যায়ভাবে তাদের ট্রাক দিনের পর দিন দাঁড় করিয়ে রাখায় হাটবারের দিনগুলিতে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদন করা সবজি, ধান, পাট বিক্রির জন্য বসার জায়গা পাচ্ছেন না। ট্রাক মালিকদের ইতিমধ্যেই অনুরোধ করা হয়েছে, বাজারের মধ্যে জেসিআইয়ের অফিসের সামনে হাটের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ট্রাক তথা সমস্ত রকমের যানবাহনের পার্কিং অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের কথা শুনে হাট ও বাজারের মধ্যে ট্রাকের পার্কিং বন্ধ করলে ভালো। অন্যথায় তাঁরা বাধ্য হবেন দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের মালিকের নামে মামলা করতে। তাঁরা জানান, বারবার বলা সত্ত্বেও চ্যাংরাবান্ধার সার্ক রোডে রেলের ওভারব্রিজ থেকে শুরু করে বিডিও অফিস, প্রাণীসম্পদ বিকাশ অফিসের সামনে দিয়ে ভিআইপি মোড়, রেলস্টেশন হয়ে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত সার্ক রোডের ওপরে পণ্যবাহী ট্রাক দাঁড় করানো চলবে না। একথা কয়েকবার মিটিং করে ব্যবসায়ীদের বলা হলেও কার্যত দেখা যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের কথায় কর্ণপাত করছেন না। তাঁরা চলছেন তাঁদের মর্জিমতো। ফলে এই সড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এসব বন্ধেও এবার আমরা মামলা করব। বিডিও বলেন, প্রশাসনের ভদ্রতাকে যদি কেউ দুর্বলতা ভাবেন তাহলে তাঁরা ভুল করছেন। ব্যবসায়ীদেরও সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। এদিন চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ ও ইদু সওদাগর বলেন, ব্লক প্রশাসনের বক্তব্যের সঙ্গে আমরাও সহমত প্রকাশ করছি। আমাদের ব্যবসার জন্য প্রতিবেশীদের শান্তি বিঘ্নিত হবে, এটা কাম্য নয়।

প্রশাসনের হুমকি

বোল্ডার ব্যবসায়ীদের মর্জিমাফিক কাজকর্মে চ্যাংরাবান্ধার মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। বারবার মিটিং ডেকে সতর্ক করে দেওয়ার পরেও এক শ্রেণির বোল্ডার ব্যবসায়ী বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে চলছেন। এমন বরদাস্ত করা হবে না।

দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়ে দারুণ ফল বালিকার

জামালদহ, ১২ জুন ঃ আর্থিক প্রতিবন্ধকতার জেরে বিজ্ঞান নিয়ে পড়া সম্ভব হয়নি তার। ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছেকে বিসর্জন দিয়ে কলা বিভাগে ভরতি হয়েছিল মেয়েটি। বিজ্ঞান বিভাগের তুলনায় কলা বিভাগে পড়ার খরচ অনেকটাই কম। হতদরিদ্র বাবা-মায়ের পক্ষে পড়ানোর সেই খরচটুকুও জোগাড় করার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু সেই অনটনকে হার মানিয়ে মাধ্যমিকের মতো উচ্চমাধ্যমিকেও সাফল্য পেল বালিকা বর্মন। এবারের উচ্চমাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৪৮। শতাংশের হিসাবে ৮৯.৬০। বালিকার বাবা বাবলু বর্মন প্রান্তিক চাষি ও মা মিনতি বর্মন গৃহিণী। মাধ্যমিকে সে ৭৬.৮৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। বালিকা জামালদহ তুলসিদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। তাদের বাড়ি কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের ১৮৮ নম্বর খারিজা গোপালপুর গ্রামে। পরিবারের আর্থিক সংকটকে হার মানিয়ে বালিকা নিজের স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। স্কুলের সেরা ছাত্রী বালিকার বাড়িতে গিয়ে তাকে ফলপ্রকাশের দিনই অভিনন্দন জানিয়ে এসেছেন তার স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুনীলচন্দ্র দাস ও অন্য শিক্ষকরা। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কথায়, 'আর্থিক সমস্যা উপেক্ষা করে নিজের চেষ্টায় ভালো ফল করে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে বালিকা।'

বালিকার বাবা সামান্য জমি চাষ করেন। চাষাবাদ করে যা উপার্জন হয় তাই দিয়েই চারজনের সংসার সামলাতে হয় তাঁকে। বালিকারা দু-বোন। ছোটো বোন রাধিকা একই স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ছে। বাবলুবাবু বলেন, 'বহু কষ্টে দুই মেয়েকে পড়াচ্ছি। আর্থিক অভাবে বড়ো মেয়ের প্রাইভেট টিউশনের ফি একটাকাও দিতে পারিনি। মেয়ে চারজনের কাছে টিউশনি পড়েছে। আমাদের দুরবস্থার কথা ভেবে কেউই টিউশন ফি নিতে রাজি হননি। ওঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। প্রাইভেট টিউটররা সহযোগিতা না করলে মেয়ে এত ভালো ফল করতে পারত না।' বালিকা নিজেও জানিয়েছে, সে ব্যাচে অন্যদের সঙ্গে টিউশনি পড়েছে। বাংলা ও ইতিহাস পড়েছে পেশায় গৃহশিক্ষক বিজয়চন্দ্র বর্মনের কাছে, ইংরেজি পড়েছে হিতেন বর্মনের কাছে, দর্শন দেখিয়েছেন ধনঞ্জয় রায় এবং সংস্কৃত বিষয়ে টিউশনি নিয়েছে হাইস্কুল শিক্ষক তপন দাসের কাছে। তবে কাউকে কোনো ফি দিতে হয়নি। বালিকার বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর- বাংলা ৮৭, ইংরেজি ৮৪, ইতিহাস ৮৮, দর্শন ৯৬ ও সংস্কৃত ৯৩। ভবিষ্যতে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়ে অধ্যাপিকা হতে চায় বালিকা। তার বাবা অবশ্য জানিয়েছেন, 'অভাবের সংসারে এরপর মেয়েকে কীভাবে পড়াব, তা মাথায় ঢুকছে না। মানুষ আর কত সহযোগিতা করবেন।' আর এই কারণেই মাধ্যমিকের মতো মেয়ে দারুণ ফল করায় ফের দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বাবলুবাবু।

ইতিহাসের পঠনপাঠনের দাবিতে ঘোগারকুঠি হাইস্কুলের গেটে তালা

তুফানগঞ্জ, ১২ জুন ঃ বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ইতিহাসের পঠনপাঠনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাল ছাত্রছাত্রীরা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি হাইস্কুলে। প্রধান শিক্ষক জানায়, ইতিহাসের শিক্ষক নেই। তাই বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে না। শিক্ষক পেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণিতে ভরতি হতে আসা সুমন বসাক, বিপন দাস, শুভ দাস, জাহির রহমান, মাসুদ আলি সহ অনেকে জানান, এক বছর আগেও বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানো হত। আমরা এই বিদ্যালয় থেকেই মাধ্যমিক পাস করেছি। একাদশ শ্রেণিতে ভরতি হতে এসে শুনছি ইতিহাস পড়ানো হবে না। বিষয়টি নিয়ে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। সেই কারণেই আমরা এদিন বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিই। বিক্ষোভ চলে প্রায় ৫টা পর্যন্ত। কিন্তু সদুত্তর দিতে পারেননি প্রধান শিক্ষক। বিক্ষোভের কথা জানানো হয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দেয় তারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভূপেশচন্দ্র বর্মন জানান, বিদ্যালয়ে আগে ইতিহাস পড়ানো হত। শিক্ষক অবসর নেওয়ার পর সেই ফাঁকা স্থান পূরণ হয়নি। আর এই স্থান পূরণ না হওয়াতেই ইতিহাস বিষয়টি এবার থেকে পড়ানো হচ্ছে না। সেই কারণেই এদিন বেশ কয়েকজন ছাত্র বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। আমরা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। আমরা স্থানীয় শিক্ষকদের দিয়ে ইতিহাস ক্লাস চালানোর দাবি তুলেছিলাম। তাতেও সায় দেয়নি বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে বলেন, কাউন্সিল অনুমতি না দিলে কোনোভাবেই সেই বিষয়ে ভরতি নেওয়া যাবে না। আর যদি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনোভাবে সেই বিষয়ে ভরতি নেয় তবে ছাত্রছাত্রীদেরই অসুবিধা হবে। যদি বিষয়টি বিদ্যালয়ে পড়ানো একান্ত প্রয়োজন হয় তবে স্কুল পরিচালন সমিতির অনুমতিক্রমে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

স্কুল গেটে তালা মেরে বিক্ষোভ। ছবি ঃ রাজীব বসাক

এক সপ্তাহ চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে বৈদেশিক ব্যবসা বন্ধ

চ্যাংরাবান্ধা, ১২ জুন ঃ বাংলাদেশে ইদের ছুটির জন্য বুধবার থেকে এক সপ্তাহ চ্যাংরাবান্ধার সীমান্ত স্থলবন্দর দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধ থাকবে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইদু সওদাগর ও বিমল ঘোষ জানান, আগামী ২২ জুন থেকে সপ্তাহের প্রতিদিনই চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে ভারত, বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালু থাকবে। এখন সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ থাকে। ভুটানের আবেদনে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এখন শুক্রবারের ছুটি বাতিল করে সপ্তাহের সাতদিনই বৈদেশিক বাণিজ্য চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২২ জুন, শুক্রবার থেকে এই নতুন নিয়ম চালু হতে চলেছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে শুধুমাত্র শুক্রবার ভুটান এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবসায়ীরা চ্যাংরাবান্ধার সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তাঁদের পণ্যসামগ্রী বাংলাদেশে রপ্তানি করবেন। পাশাপাশি শুক্রবার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত পণ্যসামগ্রী বাংলাদেশে রপ্তানি করতে পারবেন। সপ্তাহের সাতদিনই বৈদেশিক বাণিজ্য চালু রাখা এবং বিশেষ করে সপ্তাহে একদিন শুক্রবার ভুটানকে বিশেষ সুবিধা দেবার জন্য ভুটানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। বাংলাদেশ সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। এদিকে, দিল্লি থেকে বার্তা পেয়ে নবান্নর নির্দেশে সম্প্রতি চ্যাংরাবান্ধায় বিডিও অফিসে বিডিও বিরূপাক্ষ মিত্র-র উদ্যোগে ভারত, ভুটানের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি, কাস্টমস, পুলিশ, মহকুমা ও ব্লক প্রশাসন এবং বিএসএফ কর্তাদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ভুটানকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করা হবে প্রশাসন এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে।

গোখরো উদ্ধার

ধূপগুড়ি, ১২ জুন ঃ সোমবার রাতে ধূপগুড়ি ব্লকের মোরঙ্গা এলাকার এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে একটি বিষধর গোখরো উদ্ধার করা হয়। জনৈক মিঠুন রায়ের শোবার ঘর থেকে গোখরোটি উদ্ধার করে নিয়ে যান পরিবেশপ্রেমী সংস্থা ডুয়ার্স স্নেক লাভার্স অর্গানাইজেশনের সদস্যরা। সংস্থার সদস্যরা বলেন, সাপটিকে খুট্টিমারির জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ধূপগুড়ির ডাকবাংলো চত্বরে প্রেস ক্লাবের কক্ষেও একটি গোখরো ঢুকে পড়েছিল। সোমবার জলপাইগুড়ির ঝা বাড়ি মোড় এলাকায় এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে একটি গোখরো এবং বেশ কয়েকটি গোখরোর ডিম উদ্ধার করেন পরিবেশপ্রেমী সংস্থার কর্মীরা। ধূপগুড়ির সর্পবিশারদ মিন্টু চৌধুরি বলেন, প্রতিবছরই গরমের সময় নানা এলাকায় সাপ ঢোকার খবর আসে। খবর পেলে সাপ ধরে নিয়ে আসেন তাঁরা। সেগুলিকে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও নজর কাড়ল মানসী

মেখলিগঞ্জ, ১২ জুন ঃ উচ্চমাধ্যমিকে ৮২ শতাংশেরও বেশি নম্বর পেয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী মানসী রায়। সে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গি হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিকে বসে। ভূগোলে অনার্স নিয়ে পড়তে চায় সে। কিন্তু সংসারে আর্থিক সংকটের শেষ জন্য পর্যন্ত কী হবে জানে না সে। সে জানায়, 'বাবা শ্রমিক। বাবার পক্ষে আমাদের পেটের ভাত জোগাড় করাই মুশকিল। তাই কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সুবিধা হবে।'

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৯ বোকনাবান্ধা গ্রামে মানসীদের বাড়ি। বাবা ডালিম রায়, মা আরতি রায়, দুই ভাই এবং মানসীকে নিয়ে ওদের সংসার। আরতির বাবা বলেন, 'মেয়ে ভালো ফল করেছে। ভালো লাগছে। কিন্তু চিন্তা বেড়ে গিয়েছে অনেটকাই। কীভাবে ওর পড়ার খরচ জোগাড় করব বুঝতে পারছি না। ওর পড়ার জন্য ইতিমধ্যে টাকা ধার করেছি। সেই টাকা শোধ করতে পারিনি।'

মানসীর মা জানান, মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করতে চাই। কিন্তু শেষপর্যন্ত কী হবে জানেন না তিনি। মানসী বাংলায় ৮০, ইংরেজিতে ৮২, শিক্ষণে ৭৭, ভূগোলে ৯০ এবং সংস্কৃতে ৮৫ নম্বর পেয়েছে।

অপমৃত্যু

পুণ্ডিবাড়ি, ১২ জুন ঃ মঙ্গলবার পুণ্ডিবাড়ি থানা এলাকায় ডোডেয়ারহাটে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এক ভিখিরির। স্থানীয়া পুণ্ডিবাড়ি থানায় খবর দিলে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মূকবধির অভিজিৎ পাস করায় দারুণ খুশি জুগিপাড়া

অভিজিৎকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সহপাঠীদের। ছবি ঃ গৌতম সরকার

মেখলিগঞ্জ, ১২ জুন ঃ জন্ম থেকেই মূকবধির মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জুগিপাড়ার অভিজিৎ রায়। সে এবার গ্রামের সীতানাথ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিকে বসেছিল। পাস করেছে সে। এতে খুশি তার বাবা বাবুদেব রায় ও মা সরস্বতী রায়। দারুণ খুশি গ্রামের সবাই। গ্রামবাসীরা জানান, সাধারণ স্কুলে পড়ে মাধ্যমিক পাস করেছে অভিজিৎ। তাদের কাছে এটা বড়ো ব্যাপার। তবে সুযোগসুবিধা পেলে ও আরও ভালো ফল করত বলে মনে করছেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি এলাকার অনেকেই। তাঁরা বলেন, অভিজিৎ এলাকায় নজির সৃষ্টি করেছে।

কৃষিকাজ করে সংসার চালাতে হয় অভিজিতের বাবা বাবুদেব রায়কে। দুই ভাই এবং এক বোনের মধ্যে অভিজিৎ বড়ো। অভিজিতের বাবা জানান, জন্ম থেকেই ছেলে মূকবধির। চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। তবে ও সেরে ওঠেনি। আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। তাই বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে ওর পড়াশোনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। নিজের চেষ্টাতে মাধ্যমিক পাস করেছে। এটা তাদের কাছে বিরাট পাওনা। তবে এক্ষেত্রে অভিজিতের গৃহশিক্ষক শহিদুল ইসলাম প্রামাণিক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবদান রয়েছে বলেও বাবুদেববাবু জানান।

পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য সরকারি সাহায্য চান তিনি। অভিজিৎ পাস করায় খুশি তার সহপাঠী চন্দন বিশ্বাস, বাবুনাথ রায়, সুশান্ত রায়, সঞ্জিত অধিকারী প্রমুখ। তারা ভালো ফল করেছে। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে সংগঠন চাঙ্গা করার উদ্যোগ তৃণমূলের

ফুলবাড়ি, ১২ জুন ঃ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটিগুলি চাঙ্গা করা হচ্ছে। দলের নেতা বিনয়কৃষ্ণ বর্মন একথা জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই অঞ্চল কমিটিগুলি চাঙ্গা করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কয়েকদিন আগে বড়শৌলমারির নিউ চ্যাংরাবান্ধায় দলের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক কমিটির অফিসে আয়োজিত এক সভায় বড়শৌলমারি অঞ্চল কমিটির পাঁচজন সম্পাদকের নাম ঘোষণা করেন বিনয়বাবু। তিনি জানান, দলের যেসব অঞ্চল কমিটিগুলি অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বড়শৌলমারিতে দলের অঞ্চল সভাপতি আছেন হরিপদ মিত্র। কিন্তু কমিটি অসম্পূর্ণ ছিল এতদিন। তাই সম্পূর্ণ কমিটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সক্রিয় কর্মীদেরকে কমিটিতে আনা হচ্ছে। এর জন্য ব্লক কমিটি অঞ্চল কমিটিকে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, বড়শৌলমারি অঞ্চল কমিটিতে পাঁচজনকে সম্পাদক করা হয়েছে। আরও একজনকে সম্পাদক করা হবে। প্রত্যেক সম্পাদক গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি করে বুথের দায়িত্বে থাকবেন।

উল্লেখ্য, এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড়শৌলমারিতে বিজেপির সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। যদিও শেষে ১৯টি আসনের মধ্যে ১০টি পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড়শৌলমারিতে দলের খারাপ ফল এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই কি অঞ্চল কমিটিগুলি চাঙ্গা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বিনয়বাবু বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের ফল বা লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। ব্লকের কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চলে দলের কমিটিগুলি অসম্পূর্ণ রয়েছে, সেগুলি চাঙ্গা করার কাজ শুরু হয়েছে।

এদিকে, রবিবার নিউ চ্যাংরাবান্ধায় দলের ব্লক অফিসে সভা করে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক কমিটি। কমিটির ব্লক সভাপতি রাজীব দত্ত এখবর জানিয়ে বলেন, ওইদিন সভায় মূলত ২১ জুলাই শহিদ দিবসের সভায় যোগদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। তাছাড়াও পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রত্যেক বুথে সংগঠনের পক্ষ থেকে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবক ধৃত

তুফানগঞ্জ, ১২ জুন ঃ নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযুক্তকে স্থানীয়রাই আটকে খবর দেন তুফানগঞ্জ থানায়। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ তাকে আটক করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকা নাককাটিগাছ এলাকার রায়ডাক নদীতে স্নান করতে যায়। অভিযোগ, তাকে নদীর পাশে একটি ঝোপে নিয়ে যায়। সেখানে ধর্ষণ করা হয়। নাবালিকাটি বাড়িতে গিয়ে বিস্তারিত জানায়। এর পরেই বিষয়টি জানাজানি হয়। জানাজানি হতেই স্থানীয়রা অভিযুক্তে ধরে ফেলে। অভিযুক্তকে ধরে তুলে দেওয়া পুলিশের হাতে। সোমবার রাতেই বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয় তুফানগঞ্জ থানায়। তুফানগঞ্জ থানা সূত্রের খবর, একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।

রক্তদান শিবির গোসানিমারিতে

দিনহাটা, ১২ জুন ঃ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারিতে। গোসানিমারি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী সহ স্থানীয় বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা শিবিরে রক্তদান করেন। বিএমওএইচ অঞ্জন হাঁসদা জানান, 'স্বাস্থ্যবিভাগের নির্দেশে শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তের সংকট মেটাতে এই উদ্যোগ।' শিবিরে ৮৫ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

অজগর উদ্ধার

তুফানগঞ্জ, ১২ জুন ঃ বসতি এলাকা থেকে প্রায় পাঁচ ফুট দীর্ঘ অজগর উদ্ধার করে জঙ্গলে ছাড়া হল। মঙ্গলবার বিকাল চারটা নাগাদ ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসবস এলাকার জনৈক মণীন্দ্র দাসের বাড়ির পাশের বাঁশঝাড়ে অজগরটি দেখতে পান বাড়ির লোকজন।

খবর দেওয়া হয় তুফানগঞ্জ শহরের সর্পপ্রেমী প্রতীক সরকারকে। প্রতীকবাবু গিয়ে অজগরটিকে ধরেন। সেটিকে বোচামারির জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বাধা উপেক্ষা করে ভালো ফল চান্দামারির ৫ পড়ুয়ার

নিশিগঞ্জ, ১২ জুন ঃ প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে মাধ্যমিকে ভালো ফল করল চান্দামারির ৫ পড়ুয়া। প্রত্যন্ত চান্দামারি প্রাণনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের ৫ পড়ুয়া এবার ৬০০ উর্ধ্বে নম্বর পেয়েছে। প্রতি বিষয়ে কারও প্রাইভেট টিউশন ছিল না। স্কুলের উপর ভরসা করেই এই সাফল্য। রাজনৈতিক অস্থিরতা চান্দামারিকে বারবার সংবাদ শিরোনামে এনেছে। এই অস্থিরতার মধ্যেও তারা পড়াশোনা করে ভালো ফল করেছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহজাহান আহমেদ জানান, বিদ্যালয়ের ১১ জন পড়ুয়া এবার স্টার মার্কস পেয়েছে। এদের মধ্যে কৈলস রায় (৬১৯), অর্পিতা বর্মন (৬১৫), বিষ্ণু দাস (৬১৪), দেবাশিস বিশ্বাস (৬১৩), কিংশুক রায় (৬০১) পেয়েছে। প্রত্যেকেই নানা প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে ভালো ফল করেছে। সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা আর্থিক। আরও সুযোগসুবিধা পেলে নম্বর আরও বাড়ত।

অর্পিতা বর্মনের বাবা কৃষক। বেশ কিছুদিন ধরে অর্পিতার বাবা অসুস্থ। বিষ্ণু দাসের বাবা চান্দামারি বাজারেই মাছ বিক্রি করেন। দেবাশিস বিশ্বাসের বাবার অল্প কৃষিজমি আছে। সেই জমিতে কৃষিকাজ করেই সংসার চলে। কিংশুক রায়ের বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। একমাত্র কৈলাস রায়ের বাবা এমএসকে-র শিক্ষক। তিনি যা সাম্মানিক পান তাতে সংসার চালিয়ে ছেলের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অনেকটাই কম। ফলে আর্থিক দুরবস্থাকে সঙ্গী করেই পড়া চালিয়ে যেতে হয়েছে পড়ুয়াদের।

অনেকেরই ইচ্ছা একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার। নিজের স্কুলে বিজ্ঞান শাখা নেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে। কোচবিহার শহরে থেকে পড়ার খরচ অনেক বেশি। অনেকেই তাই গ্রামের স্কুলেই কলা বিভাগে ভরতি হবে বলে জানিয়েছে। এক অভিভাবকের বক্তব্য, ছেলে যা ফল করেছে তা মেধার জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমরা গরিব। তেমন পয়সা খরচ করতে পারিনি। ভালো প্রাইভেট টিউশনও দিতে পারিনি। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়ার খরচ বাড়বে। তাই দুশ্চিন্তায় আছি।

প্রধান শিক্ষক জানান, স্কুলে নিয়মিত ক্লাস হয়। তবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাইরে টিউশনও নেয় পড়ুয়ারা। স্কুলে অঙ্কের কোনো শিক্ষক নেই। বিজ্ঞানের শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। এর মধ্যেই চেষ্টা করছি স্কুলের মান ধরে রাখার। একটু সুযোগসুবিধা পেলে বা পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থা ভালো হলে, আরও ভালো ফল হত বলে মনে করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও।

দারিদ্র্যকে কোনো বাধা বলেই মনে করে না কৃতী অজিত

ফালাকাটা, ১২ জুন ঃ উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ফালাকাটা ব্লকের বিরসা বিদ্যাভবন বিদ্যালয়ের আদিবাসী ছাত্র অজিত মুন্ডা। চরম দারিদ্র্য আর প্রতিকূলতার মধ্যেই পড়াশোনা চালিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ৪৩১ নম্বর পেয়েছে অজিত। বিভিন্ন বিষয়ে অজিতের প্রাপ্ত নম্বর- বাংলায় ৮০, ইংরেজিতে ৮৫, ভূগোলে ৮৩, দর্শনে ৯৩, শিক্ষাবিজ্ঞানে ৯০ ও ইতিহাসে ৬৬। অজিতের বাবা মদন মুন্ডা কৃষিজীবী ও মা বাসন্তীদেবী চা বাগানের শ্রমিক। আগামীদিনে অজিত ইংরেজি নিয়ে পড়তে চায়। ভবিষ্যতে আইএএস বা ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রশাসনিক পদে আসীন হতে চায় সে। দারিদ্র্য জীবনে উন্নতির অন্তরায় হতে পারে না বলেই মনে করে অজিত।

নিজের সাফল্যের ব্যাপারে সে জানায়, মা-বাবার অনুপ্রেরণা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য ও নিজের অদম্য জেদেই তার এই ভালো ফল। সে মনে করে, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার কারিগর হতে পারে একমাত্র ছাত্রসমাজই। তাই ছাত্রসমাজেরই দুর্নীতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতা থাকতে হবে। পড়াশোনা করে প্রশাসনের উচ্চপদে যোগ দিতে হবে। দারিদ্র্যকে কোনোভাবেই জীবনে সাফল্যের অন্তরায় হিসাবে মানতে নারাজ অজিত। এ ব্যাপারে সে বলে, কোনো কিছুকে জয়ের অদম্য জেদ ও নিয়মানুবর্তিতা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে সাফল্য আসবেই। তাই প্রতিকূলতার মধ্যে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা যারা রাখে তারাই সাফল্যের মুখ দেখতে পায় বলে জানায় সে।

অজিতের স্কুলের শিক্ষক অশোক দাস জানান, পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা থেকেই অজিতের এই সাফল্য। ওই স্কুলেরই শিক্ষক নরেশ মুদি জানান, আগামীদিনেও অজিতের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে ও তার স্বপ্ন পূরণের স্বার্থে যে-কোনো সহায়তায় স্কুল তার পাশে থাকবে। তার লড়াইয়ের সহযোদ্ধা হয়ে কাজ করবেন স্কুলের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা।

ছেলের উচ্চশিক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা গরিব মায়ের

মেখলিগঞ্জ, ১২ জুন ঃ উচ্চমাধ্যমিকে ৮৩ শতাংশ নম্বর পেয়েও মন ভালো নেই মেখলিগঞ্জ ব্লকের ১৪৫ কামাত চ্যাংরাবান্ধা গ্রামের কৃষ্ণেন্দু বর্মনের। আরও বেশি নম্বর আশা করেছিল সে। গণিত নিয়ে পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষিত হতে চায় সে। তবে এক্ষেত্রে পরিবারের আর্থিক সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়াবে নাতো ? এই প্রশ্নটিই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে কৃষ্ণেন্দুর মনে। ছেলে লেখাপড়া চালিয়ে যাক, চাইছেন কৃষ্ণেন্দুর মা সুমিত্রা বর্মনও। তবে আর্থিক বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে তাঁকেও।

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ১৪৫ কামাত চ্যাংরাবান্ধা গ্রামে মা, এক বোন এবং কৃষ্ণেন্দুকে নিয়েই ওদের পরিবার। বাবা মধুসূদন বর্মন মারা যাওয়ার পর থেকে সংসার সামলানোর দায়িত্ব পড়ে মায়ের উপর। মা একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা। তিনি জানান, কোনোক্রমে সংসারটা চলছে। তবে ছেলের পড়াশোনার বিষয়টি তাঁকে ভাবিয়ে তুলছে। বড়ো মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন তিনি। ছোটো মেয়ে দেবিকা এবং কৃষ্ণেন্দুর পড়াশোনার খরচও তাঁকে সামলাতে হচ্ছে। কৃষ্ণেন্দু জানায়, আর্থিক সংকটের মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় সে। সে ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিকে বসেছিল। বিজ্ঞান শাখায় সে ৪১৫ নম্বর পেয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তার প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৮৬, ইংরেজিতে ৮০, রসায়নে ৮১, গণিতে ৮৫, পদার্থবিদ্যায় ৬২ এবং ঐচ্ছিক বিষয় জীবনবিজ্ঞানে ৮৩।-সংবাদ নিউজ সার্ভিস

উচ্চমাধ্যমিকের স্কুলভিত্তিক ফল

দিনহাটা হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ২৬৩, উত্তীর্ণ ২৫৩, সর্বোচ্চ লীনা সরকার (৪৬১)। দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ৩৪৫, উত্তীর্ণ ৩৩৩, সর্বোচ্চ প্রতীক দেবনাথ (৪৭৩)। গোপালনগর এমএসএস উচ্চবিদ্যালয়- পরীক্ষার্থী ১৪৬, উত্তীর্ণ ১৩৬, সর্বোচ্চ মৈনাক দে (৪৫১)। ঘুঘুডাঙ্গা খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ১৬১, উত্তীর্ণ ১২২, সর্বোচ্চ সংগীতা রায় (৪৭৯)। হলদিবাড়ি হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ৩১৭, উত্তীর্ণ ২৭২, সর্বোচ্চ মিভ ইয়াসমিন (৪৬৩)। হলদিবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়- পরীক্ষার্থী ২৫৪, উত্তীর্ণ ২০২, সর্বোচ্চ নমিতা রায় (৪০৬)। দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ২৫২, উত্তীর্ণ ১৮৮, সর্বোচ্চ সুমন রায় (৪৭৮)। ধৈর্য্যনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়- পরীক্ষার্থী ৬৯, উত্তীর্ণ ৫৮, সর্বোচ্চ পূজা রায় (৩৬৫)। নবকিশোর হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ৮৮, উত্তীর্ণ ৪৮, সর্বোচ্চ অলোক রায় (৩৮৩)। হেমকুমারী হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ১৬০, উত্তীর্ণ ৯৩, সর্বোচ্চ রাজু সরকার (৪৩১)। আব্দুল কাদের উচ্চবিদ্যালয়- পরীক্ষার্থী ৮৬, উত্তীর্ণ ৬১, সর্বোচ্চ আশিদা বানু আহমদ (৪১৯)। কমলাকান্ত হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ২১৮, উত্তীর্ণ ৯৯, সর্বোচ্চ কল্পনা রায় (৪৫৩)। ঘুঘুমারি হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ৯৩, উত্তীর্ণ ৫৩, সর্বোচ্চ সমাপিকা দাস (৩৫৯)। দেওয়ানবস আরএনএ উচ্চবিদ্যালয়- পরীক্ষার্থী ৪৬, উত্তীর্ণ ৪৪, সর্বোচ্চ সমীর দেবনাথ (৪৪৫)। প্রণবানন্দ সেন্টেনারি হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ১৬, উত্তীর্ণ ১৬, সর্বোচ্চ দীপংকর ঠাকুর (৩৮৭)। রাজগঞ্জ মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ২৩৪, উত্তীর্ণ ১৮১, সর্বোচ্চ শর্বরী রায় (৪৪৫)। বেলাকোবা হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ১৮৩, উত্তীর্ণ ১৭৩, সর্বোচ্চ সুদীপ দেব (৪৫০)। বেলাকোবা গার্লস হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ১২৫, উত্তীর্ণ ১২২, সর্বোচ্চ পারমিতা অধিকারী (৪৩৫)। কেবলপাড়া হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ১৫৫, উত্তীর্ণ ১৩০, সর্বোচ্চ অবিরাম রায় (৩৯৪)। কুকুরজান বয়েজ হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ২২৮, উত্তীর্ণ ১৬৮, সর্বোচ্চ সৌমেন রায় (৪৫৭)। ফুলবাড়ি হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ২০৯, উত্তীর্ণ ১৪১, সর্বোচ্চ রাহেনা পারভিন (৪৩০)। সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ২২২, উত্তীর্ণ ১০৫, সর্বোচ্চ অসীমকুমার পাল (৪৩৬)। সারিয়াম যশোধর হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ১৪১, উত্তীর্ণ ১০৩, সর্বোচ্চ সুমন সাহা (৪২৮)। মান্তাদারি হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ৮৫, উত্তীর্ণ ৬৯, সর্বোচ্চ রুপালি রায় (৪০৯)। মুদিপাড়া হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ১১২, উত্তীর্ণ ৭৪, সর্বোচ্চ প্রিয়া কুঙ্গোর (৪৪৫)। সাহুডাঙ্গি পি কে রায় হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ২৭৭, উত্তীর্ণ ২০৩, সর্বোচ্চ বিশ্বজিৎ রায় (৪৪৭)। বন্ধুনগর ডিএন হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ১৫০, উত্তীর্ণ ১০১, সর্বোচ্চ মনোরমা রায় (৪২৮)। আমবাড়ি সিএম হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ২৮৫, উত্তীর্ণ ২০০, সর্বোচ্চ সোনা ব্যাপারী (৪২৩)। হরিহর হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ১০১, উত্তীর্ণ ৮৪, সর্বোচ্চ সুদীপ্তা রায় (৪৩৮)। পাচিরাম নাহাটা হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ২৮৮, উত্তীর্ণ ২১৫, সর্বোচ্চ জ্যোতির্ময় পাল (৪০২)। প্রধানপাড়া গমিরুদ্দিন হাইস্কুল- পরীক্ষার্থী ৬০, উত্তীর্ণ ৩৯, সর্বোচ্চ সোনাবুল্লা মহম্মদ (৩৫৬)। সুখানি ভোলাপাড়া হাই মাদ্রাসা- পরীক্ষার্থী ১৬৪, উত্তীর্ণ ৮১, সর্বোচ্চ আফরোজা বানু (৪৮২)।